মেহেরপুরে জেলা যুবদলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদের সভাপতিত্বে এবং মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

সদর উপজেলা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী, মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, মেহেরপুর পৌর যুবদলের আহবায়ক সামিউল ইসলাম লিজন, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপল, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, গাংনী পৌর যুবদলের সদস্য সচিব এনামুল হক, গাংনী উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম এছাড়াও জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক কমিটি গঠন

আরমান আলী কে আহবায়ক ও কুন্নত আলীকে যে সদস্য সচিব করে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের ৫১ সদস্য বিশিষ্ঠ আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দিয়েছে জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান ও সদস্য সচিব মিজানুর রহমান।

গত ১৪ ই অক্টোবর মেহেরপুর বোসপাড়াস্থ জেলা কৃষক দলের কার্যালয়ে মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলকে সংগঠিত করার জন্য ৫১ সদস্য বিশিষ্ঠ এই আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

মেহেরপুরের হাজারো নেতা কর্মি ট্রেনে চড়েই খুলনার গনসমাবেশে গেছেন

মেহেরপুর থেকে সবখানে বাস চলাচল করলেও শুধু খুলনার পথে বন্ধ রেখে ছেন পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা। এতে খুলনায় শনিবারের বিভাগীয় গণসমা বেশে যোগ দেওয়ার জন্য বিএনপির নেতাকর্মীরা ট্রেন বেছে নিয়েছেন। হাজারো নেতা কর্মি নিয়ে ট্রেনে চড়েই খুলনার গণসমাবেশে যোগ দিে লন মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মেহেরপুর জেলার নেতা কর্মি শুক্রবার সকাল থেকে জড়ো হয় আলমডাঙ্গা , চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন স্টেশনে। পরে সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে খুলনার উদ্যেশ্যে রওনা হন তারা।

মেহেরপুর জেলার অধিকাংশ নেতাকর্মী খুলনার গণসমাবেশে যোগ দেবেন। তারা শুরু হওয়ার আগেই খুলনা পৌঁছে যান বলে সূত্রমতে জানা গেছে।

বিভিন্ন দাবিতে বিভাগীয় পর্যায়ে গণসমাবেশের ধারাবাহিকতায় শনিবার খুলনা মহানগরীর সোনালী ব্যাংক চত্বরে সমাবেশের আয়োজন করেছে বিএ নপি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন বুধ ও বৃহস্পতিবার রাতেই অনেক নেতাকর্মী বিভিন্ন ভাবে খুলনা চলে গেছেন। অনেকে শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ট্রেনে করে খু লনা পৌছেছেন।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সাধারণ জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেন,“দু র্ভোগ ও কষ্ট করে করে হলেও মেহেরপুর বিএনপির নেতাকর্মীরা খুলনার

সমাবেশে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন সমাবেশকে ঘীরে সরকার বাস যো গাযোগ বন্ধ করে মানুষের সাথে তামাশা করেছে।”গাংনী উপজেলা বিএনপি র সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, খুলনা যাওয়া নেতা- কর্মীদের পুলিশ নানাভাবে হয়রানি করছে।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ আরুন, সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন খুলনার গণ সমাবেশ সফল করতে এবং কর্মীদের উৎসাহ দিতে নেতা- কর্মীদের নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেছেন। দফায় দফায় নেতা কর্মিদের সাে থ আলাপ ও মিটিং করেছেন।

কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী বাস বন্ধ, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী কোনো বাস চলাচল না করায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সকাল থেকে হঠাৎ করে এভাবে বাস চলাচল বন্ধের ফলে অনেকেই কাউন্টারে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে বিকল্প হিসেবে ট্রেন ও প্রাইভেট কার ভাড়া করে খুলনায় যাচ্ছেন অনেকে।

শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে শনিবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে এ বাস চলাচল বন্ধ থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুল ইসলাম।

তিনি জানান, খুলনায় জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতি ও খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন যৌথভাবে শুক্র-শনিবার বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। যার কারণে খুলনা রুটে বাস চলাচল বন্ধ। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও মহাসড়কে নসিমন, করিমন, মাহিন্দ্রা, ইজিবাইকসহ তিন চাকার অবৈধ যানবাহন চলাচলের প্রতিবাদে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া

হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী বাস বন্ধ থাকায় কাউন্টারে আসা যাত্রীরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আছিয়া বেগম নামে এক যাত্রী জানান, হুট করে এভাবে বাস চলাচল বন্ধের ফলে টার্মিনালে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে। কয়েক দিন পরপরই বাস মালিক সমিতি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এমন ধর্মঘট করায় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।

আরিফুল ইসলাম নামের আরেক যাত্রী জানান, বাস বন্ধ থাকায় ট্রেনে যেতে হবে। তাই টার্মিনাল থেকে ষ্টেশনে যাচ্ছি ট্রেন পাওয়ার জন্য।

সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি খুলনাগামী শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশিরাও ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছেন। সরেজমিনে শুক্রবার কুষ্টিয়া বাস টার্মিনাল থেকে খুলনাগামী কোনো বাস চলাচল করেনি। খুলনাগামী অধিকাংশ পরিবহনের কাউন্টার বন্ধ।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাংসদ সোহরাব উদ্দিন অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ঘোষিত খুলনা শহরের সোনালী ব্যাংক চত্বরে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। যাতে আমাদের নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে পৌঁছাতে না পারে এজন্য বাস বন্ধ রয়েছে। এটা সরকারে একটা চক্রান্ত।

এছাড়া রাতে আমাদের নেতাকর্মীদের বাড়ীতে পুলিশ গিয়ে হয়রানিসহ কয়েকজনকে আটক করেছে। তারপরেও আমরা গণসমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, সরকার আমাদের সভা-সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ মেহেদী রুমী জানান, খুলনা বিভাগীয় গণসমাবেশ অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের নেতাকর্মীরা বাসের পরিবর্তে ট্রেন, প্রাইভেট কার, ট্রাক, মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য যানবাহন যেটা পাচ্ছে, তাতেই খুলনার দিকে যাচ্ছে। সরকার বাস বন্ধ রেখে আমাদের নেতাকর্মীদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না

খুলনায় সমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপির প্রচারপত্র বিলি

২২ অক্টোবর বিএনপির খুলনার বিভাগীয় গণসমাবেশ সফল করতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, দলীয় কর্মসূচিতে গুলি করে নেতা-কর্মীদের হত্যার প্রতিবাদ এবং নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে বিএনপি বিভাগে বিভাগে এ সমাবেশ কর্মসূচি পালন করছে।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্র বিলিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেত্রী রোমানা আহমেদ, সাইয়েদাতুন নেছাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রচারপত্র বিলিতে অংশ নেন।

এসময় মাসুদ অরুন বলেন, একটি অগণতান্ত্রিক সরকার জনগনের অধিকারের সংগ্রামকে বাধাগ্রস্থ্য করবে এটাই স্বভাবিক। আমরা দেখলাম চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের সমাবেশে সরকার তার অপশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়ার পরও জনতার উত্তাল সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে । আমরা জনগনের প্রতি আস্থা রাখতে চাই এই ব্যর্থ ও অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে জনগন সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে খুলনার সমাবেশ সফল করবে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে বড় দুটি গণসমাবেশ আয়োজনের পর খুলনার কর্মসূচিতে গণজোয়ার সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি। খুলনার সমাবেশে লাখো মানুষের উপস্থিতি হবে। এ জন্য চলছে সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও প্রচারণা।

“লাঠির জবাব লাঠি দিয়ে দেওয়া হবে” নিতাই রায় চৌধুরীর হুসিয়ারী

বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চোধুরী বলেছেন, চলমান এ আন্দোলন জনগণের আন্দোলন। এই আন্দোলন এখন বিএনপির নয়। দেশের সকল নিস্পেসিত মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। মানুষ জেগে উঠেছে।সরকারের পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি হুসিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, তারা লাঠি মারবে আর আমারা রজনীগন্ধা ছুড়ে মারবো এটা হতে পারে না। এখন থেকে লাঠির জবাব লাঠির মাধ্যমে দেওয়া হবে।

নিতাই রায় চৌধুরী রোববার ঝিনাইদহ শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপি’র নতুন কমিটির পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, হত্যা, রক্ত ঝরানো ও গনগ্রেফতার সকল ফ্যাসিবাদী শাসনের বৈশিষ্ঠ।

তারা ফ্যাসিস্ট এ সরকারের পতন চাই। তিনি বলেন, এই নির্বাচন কমিশন তাদের আজ্ঞাবহ। এই কমিশনের অধীনে কোন নির্বাচনে বিএনপি যাবে না। পার্লামেন্ট ভেঙ্গে তত্ত¡◌াবোধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। এ লড়াই চরম লড়াই এর মাধ্যমে সরকারের পতন হবেই। রাজপথই আমাদের ফয়সালার জায়গা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দলের জেলা সাধারন সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুজ্জামান পপ্পুসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

“হটাও ওয়ার্কার্স, বাঁচাও

বিএনপি”- আলমগীর খান ছাতু

বিএনপি গত কিছুদিন ধরে সারাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সমাবেশ, মিছিল বা বিক্ষোভের মত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। সরকারি বিরোধী এই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে সম্প্রতি দেশের অন্তত বিশটি জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মিদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়াামী লীগ বা পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা দেশের সব সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছে।

পনেরো বছর ধরে বিএনপি যে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে, এটি বিএনপির জন্য তৈরী হয়েছে বড় সঙ্কট। এই সংকটের কথা দলের তৃণমুলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতারাও স্বীকার করছেন। তবে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের এখন একটাই বার্তা, কেন্দ্রীয়ভাবে যে কর্মসূচি দিচ্ছে, সেগুলোতে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক মাঠের অবস্থান শক্ত করা” অথচ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির এখন বিভক্তির রাজনীতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে কাঁদা ছুঁড়োছুড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার স্পেশাল আয়োজন জনগুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেও সাক্ষাৎকার। “মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভক্তির রাজনীতি ও নেতাদের ভাবনা” আজকের বিশেষ আয়োজনে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি বর্ষিয়ান নেতা আলমগীর খান ছাতু। স্বাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন

মেহেরপুর প্রতিদিন : কেমন আছেন ?
আলমগীর খান ছাতু : আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি

মেহেরপুর প্রতিদিন : রাজনীতিতে কবে এসেছেন ?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ১৯৯৬ সালে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত হই। মুলত, আমি ৮০ দশক থেকে রাজনীতিতে আসি। প্রথমে জাতীয় পার্টির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপির রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েই বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুরের বিএনপির রাজনীতির ইতিহাস সমন্ধে কিছু বলেন:

আলমগীর খান ছাতু : মেহেরপুরে বিএনপির রাজনীতির একটি সোনালী অতীত রয়েছে। জেলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আলী দলটিকে একটি উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এই জেলা বিএনপির একটি শক্তিশালী ঘাটি রয়েছে। জেলার মানুষ শহীদ জিয়া এবং তার সৃষ্ঠ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপিকে মনে প্রাণে ভাল বাসেন। তাই সব সময় বিএনপিকে নিরুঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে আসছেন। এখনো অবাধ নিরপেক্ষ ভোট হলে জেলাবাসি বিএনপির প্রার্থীকে বিপুল ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ক্ষমতার বাইরে থেকেও আপনারা বিভক্তির রাজনীতি করছেন, এটা দলের মধ্যে ইফেক্ট পড়ছে কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: মুলত, ওয়ার্কার্স পার্টির দলে নেতৃত্বের প্রাধান্যের কারনে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে বিভক্তি শুরু হয়েছে। বিএনপির মুল ধারার নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই মুল ধারার বিএনপি কর্মীদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। “হটাও ওয়ার্কাসর্, বাঁচাও বিএনপি” শ্লোগান দিয়ে তখন বিএনপির অভ্যন্তরে আন্দোলন শুরু হয়। ওয়ান ইলেভেনের সময় জেলা বিএনপির তৎকালিন নেতৃত্ব দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণেও মুল ধারার বিএনপি নেতা কর্মী ও ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের মধ্যে বিভক্ত তৈরী হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই বিভক্তি প্রকট আকারই রয়ে গেছে। দলের মুল নেতৃত্ব আলাদা অফিস নিয়ে এখনো রাজনীতির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, মেহেরপুর জেলা, উপজেলাগুলো, পৌর এবং ইউনিয়ন কমিটি গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ পুর্নগঠণ না হওয়ায় মুল ধারার বিএনপি’র অনেক নেতা কর্মীই এখন নিস্ক্রিয় হয়ে গেছেন।
এছাড়া জেলা বিএনপির যে কমিটি হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত পরিচিতি মিটিং পর্যন্ত করতে পারেনি। এমনকি নির্বাহী কমিটির কোনো মিটিং এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। যেটা কেন্দ্রীয় কমিটি অবগত আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আন্দোলন সগ্রামে দলের মধ্যে আপনার ভূমিকা কতটুকু আছে?
আলমগীর খান ছাতু: ওয়ান ইলেভেনের পর দলের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে বিএনপির নেতা কর্মীদের সুসংগঠিত করে অদ্যবধি মাঠের রাজনীতি করছি। এছাড়া দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকা সকল আন্দোলন সংগ্রামে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে চলছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন : মেহেরপুরে ঘরোয়া মিটিং ও বৈঠক ছাড়া রাজপথের কোনো আন্দোলন সংগ্রামে আপনাদের দেখা যায়না কেনো ?
আলমগীর খান ছাতু: প্রশাসন প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ানোর কারণেই

বিএনপির সকল আন্দোলন সংগ্রাম ঘরে করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দলের একটা গোষ্ঠী আওয়ামীলীগের সাথে ব্যালেন্স রাজনীতি করার কারণেও বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম এই জেলাতে গড়ে তোলা সম্বভ হয়নি। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু কর্মসূচী বাইরে করা হয়েছে। আগামীতে দলীয় সকল কর্মসূচী রাজপথেই করা হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আপনার ভাবনা কি ? আলমগীর খান ছাতু: নির্বাচন আমাদের মুল লক্ষ না। এখন দলের মুল লক্ষ সরকার পরিবর্তন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী পুরুণ। তত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল আপনাকে মনোনয়ন দিলে বিভক্তি কাটিয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয়?
আলমগীর খান ছাতু: দল যাবে ধানের শীষ দেবে তৃণমুল থেকে জেলা পর্যায়ের সব নেতা কর্মীই তার সাথে কাজ করবে। দলের সব নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করার পরিস্থিতি আমার আছে। নিরদলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সব নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে নিতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার নামে মামলা হয়েছে কতটি?
আলমগীর খান ছাতু : কোনো মামলা হয়নি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন আপনার ভাবনা কি?
আলমগীর খান ছাতু : কেন্দ্রীয় কর্মসূচি যেটাই দেবে সেটাই স্থানীয় বিএনপির নেতা কর্মী সফল ভাবে পালন করবে। আমি কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর সাথে একমত।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনীতিতে জেলা পর্যায়ের কোন কোন নেতা আপনার সাথে আছে-
আলমগীর খান ছাতু: বিএনপির মুল ধারার রাজনৈতিক সকল নেতা কর্মীই আমার সাথে রাজনীতি করছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় যেসব নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে হটাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে মুল ধারার রাজনীতিকরা মনে প্রাণে অপছন্দ করেন। তারাই আবার কিছু নেংটা ছেলেদের নিয়ে মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের মানুষ ভাল চোখে দেখেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন

চেয়েছেন কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলাম। দলের কাছে মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় টিকিট দাবী করি। পরে ২০১৮ সালে বিএনপি মেহেরপুর-১ আসনে দুজনের নাম ঘোষণা করে। সেখানে আমি দলীয় প্রার্থীর তালিকাতে ছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনি : আপনাকে ধন্যবাদ
আলমগীর খান ছাতু : আপনাকেও ধন্যবাদ।

কোটচাঁদপুর যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশব্যাপি যুব দল নেতা হত্যার প্রতিবাদ, অমানবিক নির্যাতন, তেল, গ্যাস, সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অবৈদ্য সরকার পতনের দাবীতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

শনিবার বিকালে কোটচাঁদপুরে দলটি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে করেন। দলটি মেইন বাসস্ট্যান্ডে উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।পরে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রা চত্বরে সমাবেশে স্হলে এসে মিলিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর যুব দলের আবহায়ক মোঃ ফয়েজ আহমেদ তুফান। উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুলের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-উর-রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,দপ্তার সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আশরাফ আলী, সাধারন সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হুমায়ুন কবির মিলন, উপজেলা যুবদলের সদস্য

সচিব মাহফুজ আলম মামুন, যুবদল নেতা অমেদুল ইসলাম, সাবেক ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলাম, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন শেখ, যুগ্ম আহ্বায়ক বেনজামিন,যুগ্ম আহ্বায়ক টুটুল, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, সেচ্ছাসেবক দল নেতা ডিপলু, জনি সহ বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠন নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন বিক্ষোভ সমাবেশ স্থল।

ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে গুলিবিদ্ধ যুবদল কর্মী শাওন ভূঁইয়া নিহতের প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলা যুবদল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা যুবদলের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বের করে শহরের এইচএসএস সড়কে পৌছলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখান থেকে ফিরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

সমাবেশে জেলা বিএনপি সভাপতি এ্যাড. আব্দুল মজিদ,সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, এই সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে। সরকার পতন এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। যে ভাবে তারা বিএনপির বিভিন্ন নেতা কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন করছে তাতে তাদের শেষ রক্ষা হবে না।

কোটচাঁদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দেশব্যাপী বিএনপির চলমান কর্মসূচিতে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি। রবিবার বিকালে এ কর্মসুচী পালন করেন দলটি।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ উপলক্ষে দুপুরের পর কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্ট্যান্ডে নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে থাকে। এরপর বিকাল ৫ টার সময় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। পরে মিছিলটি বলুহর বাসস্ট্যান্ড থেকে ফিরে এসে কলেজ বাসস্ট্যান্ডের সমাবেশ স্থলে এসে যোগদান করেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা একরামুল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল।

এ সময় নেতারা বলেন গুলি ও হামলা করে এ আন্দোলনকে দমানো যাবে না। এ ছাড়া এ আন্দোলনে সফলতা না আসা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেন না বলে দৃঢ প্রতিজ্ঞ।